থ্যাংকস গিভিং ডে

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার থ্যাংকস গিভিং ডে হিসেবে পালন করা হয়। এদিন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা একত্র হয়ে ভোজন সারেন।

নেমেছে শীত।। *গরম পোশাকের কেনাকাটা। বুধবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

ছাত্রী খুনে শোকস্তব্ধ ফালাকাটার খলিসামারি

সুকমল ঘোষ

ফালাকাটা, ২৪ নভেম্বর : মুহূর্তেই বদলে গেল ফালাকাটা শহর সংলগ্ন খলিসামারি এলাকার ছবিটা। ফালাকাটা রেলওয়ে স্টেশনে ঢোকার মুখে বাঁদিকের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে রেলগেট। রেলগেট পেরিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে কিছুটা পাকা সড়ক ও মেঠো পথ পেরোলেই খলিসামারি। এলাকায় ঢুকে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল বাসিন্দাদের জটলা। প্রচুর পুলিশও মোতায়েন রয়েছে সেখানে। রয়েছেন ফালাকাটা থানার আইসি সনাতন সিংহও। এলাকার অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। অনেকেই দিনমজুরি করেন। যাঁরা সকালেই কাজে বেরিয়েছিলেন তাঁরাও কাজ ফেলেই ফিরে এসেছেন। সকলেরই চোখেমুখে কেমন যেন আতঙ্কের ছাপ। বেলা পৌনে ১১টা নাগাদ দশম শ্রেণির ওই স্কুল ছাত্রীকে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে তারই বাড়ির পাশের এক যুবক। ততক্ষণে বছর ষোলোর অঙ্কিতার রক্তাক্ত ও নিথর দেহ মর্গে পাঠানোর জন্য উঠোন থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। টিনের চালার ছোট্ট বাড়িটির বারান্দার খুঁটি আকড়ে ধরে বসে রয়েছেন অঙ্কিতার মা গীতা শীল। মেয়েকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন তিনি। হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠলেন গীতাদেবী। উঠোনে জড়ো হওয়া প্রতিবেশীরা তখন বলছেন, ওঁকে কাঁদতে দাও। কাঁদলে নাকি প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা ও অন্তরে জমে থাকা শোক থেকে খানিকটা হালকা হওয়া যায়। তিন ভাই-বোনের মধ্যে অঙ্কিতাই বড়। ছোট ভাই-বোন মিলেই তাদের মা-কে সামলানোর চেষ্টা করছে। এলাকাবাসী ও প্রতিবেশীদের ক্ষোভও যে আছড়ে পড়েছিল তারও নমুনা চোখে পড়ল। অঙ্কিতার বাড়ির সীমানা ঘেঁষা অভিযুক্তের পাকা বাড়ির জানলার কাচগুলি ভেঙে চুরমার অবস্থা। ওই বাড়িতে অবশ্য তখন কেউই ছিল না। উত্তেজনার পারদ চড়তেই অভিযুক্তের অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী বাবা, মা ও দুই উন্মাদ দাদাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। –সংবাদচিত্র

ঘটনা প্রবাহ

- স্কুল ছাত্রীকে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে প্রতিবেশী যুবক
- অঙ্কিতার নিথর দেহ মর্গে পাঠানোর জন্য নিয়ে যায় পুলিশ
- বছরখানেক আগে একটি ঝামেলা হয়েছিল
- অঙ্কিতাকে একা পেয়ে তার মুখ চেপে ধরে বিয়ে করতে চেয়েছিল পাশের বাড়ির স্বপন
- অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছে পরিবার

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অভিযুক্তের পরিবার আগে ফালাকাটাতেই রেল কোয়ার্টারে থাকতেন। অবসরের পর ওই বছর পাঁচেক আগে পরিবারটি খলিসামারিতে নতুন বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। পুরোনো আক্রোশের জেরে ওই যুবক যে এমন নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটাতে পারে তা ভেবে হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত সরকার ও সুজয় বিশ্বাস বলেন, 'বছর খানেক আগে একটি ঝামেলা হয়েছিল। অঙ্কিতাকে বাড়িতে একা পেয়ে তার মুখ চেপে ধরে বিয়ে করতে চেয়েছিল পাশের বাড়ির স্বপন। গ্রাম্য শালিসিতে সে ক্ষমা চেয়ে নেয় ও দু'চারটি চড় থাপ্পড়ও জোটে। ওই ঝামেলাও মিটে যায়। তার পর এতদিনেও আর কোনও সমস্যার কথা শুনিনি। পুরোনো আক্রোশ থেকে যে এমন নির্মম কাণ্ড ঘটাবে ভাবতেই পারছি না। শান্ত খলিসামারি যেভাবে অশান্ত হয়ে উঠল তাতে আমরা অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছি।'

অঙ্কিতার ঠাকুরমা শান্তি শীল বলেন, 'নাতনিকে ছোটবেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। ওঁর প্রাণ যে কেড়ে নিয়েছে তার ফাঁসির সাজা চাই।' অঙ্কিতার বাবা গোপাল শীল বলেন, 'কী করে এমন ঘটনা ঘটল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সোয়েটার বোনা অতীত

সন্তোষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৪ নভেম্বর : হাতেবোনা সোয়েটার, সেটা আবার কী? খালি হাতে কি সোয়েটার বোনা যায়? এরকম কতশত প্রশ্ন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী পৌলোমীর। তার প্রশ্নের অবশ্যই যুক্তি আছে। সে তো কখনও হাতেবোনা সোয়েটার দেখেনি। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন দোকান ও শপিং মল থেকে কত রংবেরঙের সোয়েটার পরে আসছে সে। শহর থেকে গ্রাম- চিত্রটা একই। সর্বত্রই এখন রেডিমেড শীতের পোশাকের রমরমা। আঙুলের এক ছোঁয়াতেই অনলাইন থেকে পছন্দসই ব্র্যান্ডের সোয়েটার, ব্লেজার, জ্যাকেট বুকিং করা যায়।

ফালাকাটা শহরে কদাচিৎ দু'-একজনকে হাতেবোনা উলের সোয়েটার পরে থাকতে দেখা যায়। তবুও সেটা বাড়ির ভেতর, অনেক আগের বোনা। তবে বিদ্যালয়গুলিতে কর্মশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বই ও কাপড়ের দোকানগুলিতে কিছু পরিমাণ উল বিক্রি হয়।

সারাদিনের হাজারো ব্যস্ততায় এখন আর কেউ ওই কাজে আগ্রহ দেখান না। তাছাড়া আজকালকার ছেলেমেয়েরা স্মার্ট শীতের পোশাক ছেড়ে হাতেবোনা অতিসাধারণ সোয়েটার, মাফলার পরবেই বা কেন?

তিন দশক আগেও শীত আসার অনেক আগে থেকেই ঘরে ঘরে ধুমধাম করে উলের সোয়েটার বোনার কাজ হত। তখনকার মা, দিদিমাদের বিনোদনই ছিল শীতের বিকেলে রোদ পোহাতে পোহাতে উল বোনা। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে বিনোদনের অনেক মাধ্যম খুলে গিয়েছে।

বইখাতার দোকানে বিক্রি হচ্ছে উল। –সংবাদচিত্র

ফালাকাটা শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া এলাকার বছর ৬১-র পূর্ণিমা বিশ্বাস বলেন, 'সত্যি, উল-কাঁটা এখন হারিয়ে গিয়েছে! তার সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে নিজের জনের জন্য সোয়েটার, মাফলার ইত্যাদি তৈরি করে পরানোর আনন্দ।'

সোয়েটার বানানোর প্রচলন বন্ধ হয়ে গেলেও শিক্ষাঙ্গনগুলির দৌলতে অনেকেই উলের সুতো দিয়ে নানা জিনিস তৈরি করা শিখছে। ফালাকাটা গার্লস হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রিম্পা সরকার। বিদ্যালয়ে সে উলের সুতো দিয়ে ফুল, প্রজাপতি, আসন, টুপি বানানো শিখেছে। কয়েকটি তৈরি করে ঘরের ভিতর সাজিয়েও রেখেছে। রিম্পা বলে, 'পড়াশোনার পাশাপাশি এগুলি বানাতে আমার খুব ভালো লাগে।' রাজু রায় নামে এক দোকানদার তাঁর দোকানে বইখাতার পাশাপাশি উলের সুতো বিক্রি করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই সেগুলি বেশি কেনে। তাঁর কথায়, 'প্রতি ১০০ গ্রাম উলের সুতো ৬০-৭০ টাকায় বিক্রি হয়।'

তবে গৃহাঙ্গন থেকে সোয়েটার বোনার প্রথাটি হারিয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হল আজকাল বাজারে যে ধরনের উল পাওয়া যায় তা মেশিনে বোনার জন্য। তাছাড়া বর্তমান প্রজন্মের মহিলারা এই কাজে আর আগ্রহ দেখান না।

টুকরো খবর

রেলের বৈঠক

আলিপুরদুয়ার, ২৪ নভেম্বর : যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য সুরক্ষা কমিটির সাতজনের বিশেষ দলের সঙ্গে রেল আধিকারিকদের বৈঠক হল বুধবার। এদিন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দিলীপকুমার সিং সহ অন্য রেল আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকটি হয়। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা, আলিপুরদুয়ার বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে রেলের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। এছাড়া যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য সুরক্ষা কমিটির বিশেষ দল যাত্রীদের সমস্যা ও স্টেশনের উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি নিয়ে তাদের তথ্য রেলবিভাগের কাছে তুলে দেবে বলে জানায়। জন বারলা ঊমাদারিহাটে কাঞ্চনকন্যার স্টপেজ করার জন্য রেলের কাছে আবেদন করেছেন বলে তিনি জানান।

ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া কামাখ্যাগুড়িতে। বুধবার দুপুর দুটো থেকে কামাখ্যাগুড়ি বাজারের সব ধরনের দোকানপাট বন্ধ থাকে। মঙ্গলবার রাতে বিকাশ সাহা (৫০) নামের ব্যবসায়ীর অকালপ্রয়াণ হয়। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি মস্তিষ্কের সমস্যায় ভুগছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকাশ সাহা কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সহ সম্পাদকের দায়িত্বেও ছিলেন। কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাদল সাহা বলেন, বিকাশবাবু আমাদের সমিতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। ওঁর অকালপ্রয়াণে এদিন দুপুর দুটো থেকে সব ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দিল্লি রওনা

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি গ্রহণের অভিযোগ তুলে আগামী ২৬ নভেম্বর এককভাবে দিল্লিতে পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দিয়েছে আরএসপি। ওই অভিযানে অংশ নিতে বুধবার কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি থেকে রওনা হলেন এলাকার আরএসপি'র নেতা-কর্মীরা। বুধবার বিকেলে কামাখ্যাগুড়ির আরএসপি কার্যালয় থেকে যুব সংগঠন আরওয়াইএফের কুমারগ্রাম জোনাল সম্পাদক কিশোর মিঞ্জের নেতৃত্বে কর্মীরা দিল্লি রওনা হয়েছেন। আরএসপি নেতা কিশোর মিঞ্জ বলেন, 'কুমারগ্রাম ব্লক থেকে মোট ৪ জন দিল্লির কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছি।'

পাট্টার দাবি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : বনবস্তিবাসী মানুষকে জমির পাট্টা ও খতিয়ানের দাবিতে স্মারকলিপি দিল সিটু। বুধবার কামাখ্যাগুড়ি ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তরে ওই স্মারকলিপি জমা দেয় বাম শ্রমিক সংগঠন। সিটুর পক্ষে বিদ্যুৎ গুন জানান, বনবস্তিতে বসবাসকারী মানুষ আজও জমির পাট্টা ও খতিয়ান পাননি। বনবস্তিবাসী মানুষের এই অধিকার পেতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন, সংগ্রাম করে আসছে বাম শ্রমিক সংগঠন। কুমারগ্রাম ব্লকে বারোটি বনবস্তি রয়েছে।

শীতেও মশার দাপট শহরে

উদাসীন আলিপুরদুয়ার পুরসভা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : শীত পড়লেও কমছে না মশার উপদ্রব। সন্ধ্যা নামতেই মশার দাপটে অতিষ্ঠ বাসিন্দারা। গরমের সময় শহরাঞ্চলে মশার প্রাদুর্ভাব ঘটে কিন্তু শীতেও এবার মশার বাড়বাড়ন্তে ক্ষোভ বাড়ছে শহরে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নালা সাফাই হচ্ছে না। এমনকি মশার তেল ঠিকমতো স্প্রে করা হচ্ছে না। ফলে বিকেলের পর থেকেই মশা হানা দিচ্ছে। মশার উপদ্রবে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গৌরব ভদ্র নামে একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'চারপাশে আবর্জনা সহজেই জমে উঠছে। নালাগুলিও দীর্ঘদিন ধরে সাফাই হচ্ছে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মশা বেড়ে যাচ্ছে। ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক রয়েছেই।'

জঞ্জালে ভরে রয়েছে নিকাশিনালা। –সংবাদচিত্র

মশা দমনে ফগিং করা হচ্ছে। – সংবাদচিত্র

সমস্যা যেখানে

- মশার উপদ্রবে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা
- সন্ধ্যা নামলেই মশার দাপটে ঘরে আর থাকা যায় না
- করোনার সঙ্গে সঙ্গে মশাবাহিত রোগ নিয়ে নজরদারি কমেছে
- অক্টোবর মাস পর্যন্ত জেলায় ১০৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন
- ডেঙ্গি প্রতিরোধে বিশেষ টিম তৈরি করা হয়

রাজু সাহা নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, 'শীত পড়লে আগে এত মশা থাকত না। কিন্তু সম্প্রতি মশার উপদ্রব অনেক বেড়েছে। মশা নিয়ে আরও সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে।' গরমের সময় মশার বিরুদ্ধে অভিযান চললেও শীত পড়তেই তা উধাও হয়ে যায়। ফলে মশার উপদ্রব বেড়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় জমা জল ফেলে দেওয়ার মতো কর্মসূচি এখন নজরে পড়ে না বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। বাসিন্দাদের কথায়, সন্ধ্যা নামলেই মশার দাপটে ঘরে আর থাকা যায় না। পুরসভার তরফে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না।'

যদিও এই অভিযোগ পুরসভা মানতে নারাজ। নিয়মিত স্প্রে করা হচ্ছে বলে পুরসভার দাবি। এছাড়া নালাগুলিও নিয়মিত সাফাই হয়ে থাকে। পুরসভার ডেঙ্গির সার্ভে টিম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে পুরসভার দাবি। এছাড়া পুরসভার সাফাইকর্মীরাও মশা মারার তেল স্প্রে করার মতো কাজ করে থাকেন। তবে পুরসভা যাই বলুক, মশার উপদ্রব যে রয়েছে তা বাসিন্দাদের কথাতেই স্পষ্ট।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের অভিযোগ উঠেছিল। ফলে মশার উপদ্রব কমাতে একাধিক পদক্ষেপ নজরে পড়ে। কিন্তু করোনার সঙ্গে সঙ্গে মশাবাহিত রোগ নিয়ে নজরদারি কমেছে বলে অভিযোগ।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মশাঘটিত রোগের মধ্যে ডেঙ্গি নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। চলতি বছরে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলায় ১০৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে শহরের রয়েছেন পাঁচজন। তবে পুরসভার তরফে। তবে এখনও মশা মারার কামান ব্যবহার করতে দেখা যায়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'পুরসভা সচেতন রয়েছে। ডেঙ্গি প্রতিরোধ টিম বিশেষ কাজ করছে। তবে শহরে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

তোর্ষার চর যেন ছবি

জয়গাঁ, ২৪ নভেম্বর : পাহাড়, নীল আকাশ আর ধীরগতিতে বয়ে চলা নদী। ঠিক যেন কোনও চিত্রশিল্পীর আঁকা জলছবি। এমন দৃশ্যের দেখা মেলে তোর্ষা নদীর চর থেকে। শীতের দিনে বেলা গড়িয়ে গেলে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন আরও মোহময়ী হয়ে ওঠে। দুপুর ও বিকেলের সন্ধিক্ষণে কমতে শুরু করে সূর্যের তেজ। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ার দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই ভিড় জমান দলসিংপাড়া রণবাহাদুর বস্তির তোর্ষার চরে। স্থানীয়দের মতে, এটি একটি পিকনিক স্পট। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আশপাশের এলাকার মানুষেরা ভিড় জমান তোর্ষা নদীর চরে পিকনিক করতে। দলসিংপাড়া চৌপথি থেকে চার কিলোমিটার এবং জয়গাঁ শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে রণবাহাদুর বস্তির তোর্ষার চর। পিকনিক স্পটে যেতে অসুবিধায় পড়তে হয়নি মৌসুমি সরকার, সংগীতা শাদের। রণবাহাদুর বস্তির বাসিন্দাদের আতিথেয়তা বরাবর মুগ্ধ করেছে তাঁদের। জয়গাঁর বাসিন্দা মৌসুমি সরকার বলেন, 'পিকনিক করতে দূরে কোথাও যাই না। রণবাহাদুর বস্তির নদীর চর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। অল্প খরচে অনেকটা আনন্দ এই স্থানেই খুঁজে পাই।' দলসিংপাড়ার বাসিন্দা সংগীতা শা বলেন, পিকনিক মানেই তো হইহই ব্যাপার। বাড়ির সামনে পাহাড়, নদী পেলে দূরে কেন যাব? তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, এই চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

বিদায় সংবর্ধনা

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : কামাখ্যাগুড়ি শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী জিতেন্দ্রকুমার দাসকে কলেজের তরফে বুধবার বিদায় সংবর্ধনা জানানো হল। কলেজের সেমিনার হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অজয়কুমার দত্ত সহ অন্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। তাঁর হাতে পুষ্পস্তবক, মানপত্র ও উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

জয়গাঁ ছাড়ছেন কর্মচ্যুতরা

জয়গাঁ, ২৪ নভেম্বর : ভুটান গেট বন্ধের কোপ পড়েছে ভারত-ভুটান সীমানা শহর জয়গাঁর হকার, রাজমিস্ত্রিদের ওপর। পেটের টানে জয়গাঁ ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। বড় ব্যবসায়ীরা পণ্য ভুটানে পাঠিয়ে লাভের মুখ দেখলেও হকার, রাজমিস্ত্রির পেশায় যুক্ত মানুষ একদমই রোজগারহীন। প্রয়োজনে ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনরাজ্যের দিকে পা বাড়াচ্ছেন তাঁরা। জয়গাঁ দুই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ আবদুল মানিক অভিযোগের সুরে বলেন, 'জয়গাঁর এই সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়টিতে গুরুত্ব দিলে উপকৃত হবেন অনেক জয়গাঁবাসী।'

বর্তমানে জয়গাঁবাসীর মুখে একটাই প্রশ্ন, কবে খুলবে ভুটান গেট? করোনা পরিস্থিতির আগে জয়গাঁর বেশিরভাগ হকার ও রাজমিস্ত্রি ভোরের আলো ফুটতেই চলে যেতেন প্রতিবেশী দেশ

> কী আর করব? ভুটান গেট কবে খুলবে তা জানা নেই। সেই আশা প্রায় শেষের দিকে।
>
> – আজিরুল মিয়াঁ, *রাজমিস্ত্রি*

ভুটানে। আবার সন্ধে নামতে ফিরতেন ভারতে। রোজগার বেশ ভালোই হত বলে জানান রাজকিশোর জয়সওয়াল, আজিরুল মিয়াঁর মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। এমনকি পেশার গন্ধে অন্যান্য স্থান থেকেও অনেক রাজমিস্ত্রি এসে জয়গাঁয় বসবাস শুরু করেছিলেন। কিন্তু করোনার থাবা পড়তেই সুখের দিনের সমাপ্তি ঘটে। রুজিরুটির অভাবে এই দেড় বছরে জয়গাঁ ছাড়েন প্রায় ষাট শতাংশ হকার ও রাজমিস্ত্রি। আমিরুদ্দিন, আজিরুলের মতো যাঁরা পড়ে রয়েছেন তাঁরাও আর কিছুদিন পর হয় তো জয়গাঁ ছেড়ে চলে যাবেন অন্যত্র। আজিরুলদের বক্তব্য, 'কী আর করব? ভুটান গেট কবে খুলবে তা জানা নেই। সেই আশা প্রায় শেষের দিকে। আগে দিনপ্রতি পাঁচশো টাকা আয় হত। এখন পঞ্চাশ-ষাট টাকাও আয় হয় না।' এখন তাঁদের আশা ভিনরাজ্য। বেশিরভাগ হকার ও রাজমিস্ত্রি ভাবছেন, হয়তো ভিনরাজ্যে গেলে রুজিরুটির টান পড়বে না।

কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা বলেন, 'ডিসেম্বর মাসে আমি দিল্লি যাচ্ছি। সেখানে গিয়েই ভুটান গেট খোলার বিষয়ে মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।'